সুখ লাভের রহস্য

১৯৪৩ সালে, জাপানী দখলদারি সেনা শতশত আমেরিকান ও ইউরোপীয় শত্রুপক্ষকে চীনের শান্টুং প্রদেশের শিবিরে অন্তরীণ করে রাখে। মাসের পর মাস অস্বস্তি, হতাশা, জনস্ফীতি, এবং আতঙ্কে শিবিরের মানুষ জর্জরিত হয়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, উত্তেজনা, এবং সামান্য ব্যাপারে বাদবিবাদ লেগেই থাকে।

কিন্তু তাদের মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে ছিলেন শিবিরের সকলের নয়নের মণি এবং পরম শ্রদ্ধার পাত্র- এরিক লিডেল, স্কটল্যান্ডের জনৈক মিশনারি।

একজন রাশিয়ান বারবণিতার বর্ণনা অনুযায়ী, একমাত্র লিডেলই তাকে যার পর নাই সাহায্য করেছিলেন কোনো কিছুর বিনিময়ে অপেক্ষা না করেই, শুধুমাত্র করুণার বশবর্তী হয়ে। ক্যাম্পে আসার পর থেকেই সে তার তৎপরতায় স্বস্তি লাভ করেছে।

আর একজন অন্তরীণ ব্যক্তির সাক্ষ অনুসারে, লিডেল ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। তার মেজাজ ছিল খুবই শান্ত প্রকৃতির।

শিবিরে কিশোর- কিশোরীদের বেপরোয়া স্বভাব প্রশমনের তিনি খেলাধূলা, বিনোদন এবং শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি তাদের আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন।

১৯২৪ সালের অলিম্পিকে লিডেল ৪০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করে খ্যাতি অর্জন করেন। শিবিরে তিনি খ্রীষ্টীয় দৌড়েও সুনাম অর্জন করেছিলেন। সারা জগতের অন্তরীণদের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষিত হয়।

কিসের শক্তিতে তিনি এমন বিশেষত্ব লাভ করেছিলেন ? প্রতিদিন সকাল ছটায় এর রহস্য আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন। সবাই যখন নিদ্রামগ্ন , তিনি সন্তর্পণে তাদের পাশ কাটিয়ে টেবিলে ডিম লাইট জ্বালিয়ে বাইবেল অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। ঈশ্বরের বাক্যের উৎকর্ষতায় প্রত্যহ তিনি লাভ করতেন পরম অনুগ্রহ ও শক্তি।

১। খ্রীষ্টীয় জীবনযাত্রার নির্দেশ-গ্রন্থ

বাইবেল লিখিত হয়েছিল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নির্দেশ-গ্রন্থ হিসাবে। পুস্তকটি আপনার আমার মতো বাস্তব মানুষের জীবন কাহিনী এবং অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বাইবেলের কুশীলবদের দুঃখ, আনন্দ, সমস্যা ও কার্যকলাপ আমাদের পরিপক্ব খ্রীষ্টান হতে সহায়তা জোগায়।

গীতা রচয়িতা দায়ূদ ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের নিত্য নির্ভরতাকে পথপ্রদীপের আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন :

''তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক ।''
-- গীত ১১৯ : ১০৫

প্রতিদিন আমরা ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল থেকে যে আলোকবর্তিকা পাই তাতে আমাদের গুণবত্তা এবং আত্মিক শক্তি প্রবল বৃদ্ধি হয়। সর্বোপরি, বাইবেল আমাদের যীশুকে উপহার দেয়, যিনি জগতের জ্যোতি । যীশু জীবনে আলো প্রদান করলে তবেই জীবন সার্থকতা লাভ করে।

২। পরিবর্তনকারী বন্ধুত্ব

খ্রীষ্ট চান, বাইবেল যেন আমাদের কাছে জনৈক নিকটবন্ধুর লিখিত পত্রের মতো আদরণীয় হয়।

''তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। '' -- যোহন ১৫ : ১৫

যীশু আমাদের পরম কল্যাণ চান। তাঁর বাক্য আমাদের ঈশ্বরের আন্তরিক পরিবৃত্তের মধ্যে আনয়ন করে।

''এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। ''
-- যোহন ১৬ : ৩৩

এই শান্তি লাভ করতে হলে, খ্রীষ্টের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে তাঁর প্রেরিত পত্রাবলি আমাদের পাঠ করতে হবে সনির্বন্ধভাবে। বাইবেল হল এই পত্র, স্বর্গ হতে প্রেরিত। এই পত্রকে না খুলে ফেলে রাখবেন না। যে পরিবর্তনকারী বার্তাকলাপ আপনার জীবনে আবশ্যক, তা বাইবেল শাস্ত্রেই নিহিত আছে।

বাইবেলের গুরুত্ব সম্পর্কীয় একটি আদর্শলিপির উল্লেখ করা যেতে পারে :

''আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, যীশু আমায় সাহায্য করেছেন। আমার প্রত্যেক চাহিদা পূরণ হয়েছে, প্রাণের ক্ষুধা মিটে গেছে ; বাইবেল আমার কাছে খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ। আমি যীশুতে বিশ্বাস করি, কারণ তিনি আমার দিব্য ত্রাণকর্তা। আমি বাইবেল বিশ্বাস করি, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এই শাস্ত্র আমার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর ।'' -- ঝবন লভশভড়ঢ়ক্ষঁ ষপ এনতরভশফ, স.৪৬১.

৩। বাইবেল এবং দশ আজ্ঞা যাত্রাপথের পাথেয়

দশ আজ্ঞার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব কেন বাইবেল আমাদের সঠিক জীবনযাত্রার ভিত্তি। দশ আজ্ঞা স্বভাবতই দুটি ভাগে বিভক্ত :

''প্রথম চারটি আজ্ঞা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ক, আর শেষ আজ্ঞা ছয়টি, আমাদের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কের পরিচায়ক।'' -- যাত্রাপুস্তক ২০ :৩-১৭

পদে দশ আজ্ঞা উল্লেখিত আছে। প্রথম দুই আজ্ঞা ঈশ্বর এবং তাঁর আরাধনা সম্পর্কীয় তত্ত্ব।

(১) ‘‘আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। ’’
(২) ‘‘তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; ..... তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না।’’

তৃতীয় এবং চতুর্থ আজ্ঞা ঈশ্বরের নাম এবং তাঁর পবিত্র দিনের মহিমা প্রকাশক।

(৩) ‘‘তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।’’
(৪) ‘‘ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও: কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামদিন ।’’

৫ম এবং ৭ম আজ্ঞা পারিবারিক বিষয়ক।

(৫) ‘‘তোমার পিতাকে এবং তোমার মতাকে সমাদর করিও।’’
(৭) ‘‘ব্যভিচার করিও না ।’’

৬,৮,৯ এবং ১০ নম্বর আজ্ঞা সামাজিক সম্পর্কের সুরক্ষক।

(৬) ‘‘নরহত্যা করো না।’’
(৮) ‘‘চুরি করিও না।’’
(৯) ‘‘তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।’’
(১০) ‘‘তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, ... কিম্বা প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।’’

দশ আজ্ঞা ঈশ্বর এবং প্রতিবাসী, উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিবরণ। এগুলি খ্রীষ্টীয় জীবনের চলার পথের পথনির্দেশিকা ।

৪। দশ আজ্ঞা সম্পর্কে যীশুর অভিমত

এক দিন যীশু যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, জনৈক আগ্রহী যুবক তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করে, ‘‘ হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব ?’’ (মথি ১৯ : ১৬) । খ্রীষ্ট অনুভব করলেন যুবকটির অর্থপ্রেমের লালসা মেটেনি, তাই তিনি তাকে উপদেশ দিলেন বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে তাঁর পশ্চাদগামী হতে এবং ‘‘ আজ্ঞা সকল পালন’’ করতে।

যুবক জানতে চাইলেন কোন কোন আজ্ঞার কথা তিনি বলছেন। যীশু দশ আজ্ঞার কয়েকটি আবৃত্তি করলেন (পদ ১৮, ১৯)।

অবশেষে যুবক বিমুখ হয়ে চলে গেলেন (২০-২২ পদ), কারণ দশ আজ্ঞা আক্ষরিকভাবে পালন করলেও, তিনি তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অর্থাৎ স্বার্থপরতার পথ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

দশ আজ্ঞা আমাদের ঈশ্বর এবং অন্যদের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক রক্ষার পথ দেখায়। যীশু আজ্ঞাবহতাকে প্রকৃত আনন্দ লাভের পথ হিসাবে নির্দেশ করেন :

''তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি। এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগেতে থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।'' -- যোহন ১৫:১০,১১

৫। সুখী জীবনের নির্দেশিকা

উপদেশক পুস্তক শলোমনের সুখ অন্বেষণের প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন অনুসারে তিনি জাগতিক ধনৈশ্বর্যের মধ্যে সুখের আশা করেছিলেন: আকাশচুম্বী অট্টালিকা, উর্বর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, মনোরম উদ্যান, সুস্বাদু ফলের বাগিচা, দাস-দাসী, সবকিছুই ছিল তার অতিরিক্ত। তাঁর কামনা-বাসনা নিবৃত্তির বস্তুর কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু সুখী জীবনের আস্বাদ তিনি পাননি।

''পরে আমার হস্ত যে সকল কার্য্য করিত, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হইতাম, সে সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র।'' -- উপদেশক ২:১১

তারপর তিনি সুখের প্রত্যাশায় জাগতিক আনন্দে মেতেছেন। সুরা, নারী ও সঙ্গীতে তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। তারপর উপসংহারে তিনি ব্যক্ত করেছেন :

''অসারের অসার , সকলই অসার।'' -- উপদেশক ১২:৮

শেষে সদাপ্রভুর আজ্ঞাবহ হয়ে তিনি তার পূর্ব জীবনের তুলনায় ..... জীবনের তারতম্য বর্ণনা করেছেন :

''আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি; ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্তব্য।'' -- উপদেশক ১২:১৩

শলোমন উপলব্ধি করেছিলেন ভোগ লালসা চরিতার্থরে মধ্যে কোন সুখশান্তি নাই। তাই তিনি চেয়েছিলেন অন্যরা যেন তার মতো ভুল পথে পা না রাখে। তিনি লিখেছেন :

''যে ব্যবস্থা মানে, যে ধন্য।'' -- হিতো ২৯:১৮

৬। দশ আজ্ঞা নতুন নিয়মের অপরিহার্য অঙ্গ

নতুন নিয়মে যাকোব সাক্ষ্য দিয়েছেন :

''কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে। কেননা যিনি বলিয়াছেন, ব্যভিচার করিও না; তিনিই আবার বলিয়াচেন, 'নরহত্যা করিও না।' ভাল, তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নরহত্যা কর, তাহা হইলে, ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। তোমরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত বইবে বলিয়া তদনুরূপ কথা বল ও কার্য কর।'' -- যাআকোব ২:১০-১২

মহান ব্যাপ্টিস্ট প্রচারক চার্লস স্পার্জিয়ন বিগত শতাব্দীতে ঘোষণা করেছিলেন: ' ঈশ্বরের ব্যবস্থা হল দিব্য বিধান - পবিত্র, স্বর্গীয় ও বিশুদ্ধ।'' মেথোডিস্ট চার্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়েসলি বলেছেন: ''

দশ আজ্ঞার নৈতিক বিধির খ্রীষ্ট অবসান ঘটাননি। ব্যবস্থার প্রতিটি অংশ সর্বকালের : ''সকল মানুষের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য।'' -- জনক্ষলষশড়, টষর. ১.ঙ.২২১.

প্রখ্যাত প্রচারক বিলি গ্রাহাম দশ আজ্ঞাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন যে তিনি এর উপরে একটা বিশাল পুস্তক রচনা করেছেন।

৭। আজ্ঞাবহতার শক্তি

বাইবেল এবং দশ আজ্ঞা সুখী জীবনের অপরিবর্তনীয় এবং অপরিহার্য পথপ্রদর্শক। তবুও মনে দ্বন্দ্ব আসে। জনৈক স্ত্রীলোক উক্তি করেছেন, '' আমি জানি দশ আজ্ঞা বলবৎ আছে এবং তা পালন করলে সুখ পাওয়া যায়। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা পালন করতে পারিনি। আমার মনে হয় কারও পক্ষেই তা পালন করা সম্ভব নয়।''

মানুষ স্বভাবতই ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্তী থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পাপ কলুষিত হৃদয়ের এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন?

''কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না। '' -- রোমীয় ৮:৭

দশ আজ্ঞা আইন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী ?

''যেহেতুক ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে। '' -- রোমীয় ৩:২০

ব্যবস্থা আমাদের উপলব্ধি করায় যে আমরা আশাহীন মহাপাতক এবং মুক্তির জন্য আমাদের দরকার একজন ত্রাণকর্তার।

''এই প্রকারে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণি হই।'' -- গালা ৩:২৪

যীশুর একমাত্র উত্তর। আমাদের নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন তাঁর চরণে সমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থণা করলে, তিনি আমাদের আজ্ঞা পালনের শক্তি প্রদান করেন।

৮। দশ আজ্ঞার প্রতি অনুরাগ

যীশু বলেছেন যে আজ্ঞাবহতা প্রেমের ফল :

''তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।''
-- যোহন ১৪-১৫

ঈশ্বরকে প্রেম করলে, আমরা প্রথম চারটি আজ্ঞা পালন করব এবং মানুষকে ভালোবাসলে আমাদের শেষ ছটি আজ্ঞা পালন করতেই হবে। যারা দশ আজ্ঞা পালন করে না তারা নিষ্পাপ থাকে না।

''যে কেহ পাপচারণ করে, সে ব্যবস্থা-লঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ।''
-- ১ যোহন ৩:৪

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের একজন ত্রাণকর্তা আছেন, যিনি জগতে এসেছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থিত হয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য জীবিত রয়েছেন।

''আর তোমরা জান , পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই'' ৫ --- পদ আমাদের ত্রাণকর্তা ক্ষমা করে আমাদের স্বার্থপরতা দূর করে দেন (১ যোহন ১:৯)।

৯। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আজ্ঞানুবর্তিতা

পরিত্রাণ একটি উপহার। মুক্তি উপার্জন করা মানুষের অসাধ্য। কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ গ্রহণ করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা ধার্মিক বলে বিবেচিত হই।

''কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে ।''
-- ইফিষীয় ২:৮

চেষ্টা কিম্বা কর্মের মাধ্যমে আমরা আজ্ঞা সকল পালন করতে পারি না। পরিত্রাণ অর্জনের জন্য আমরা আজ্ঞা পালন করি না। কিন্তু বিশ্বাস এবং আনুগত্য নিয়ে যীশুর সান্নিধ্যে এসে আমরা মুক্তি লাভ করি। কেবলমাত্র দিব্য অনুগ্রহের শক্তিতেই আমাদের পরিত্রাণ সাধিত হয়।

পৌল, মানবিক প্রচেষ্টার বিফলতা প্রদর্শন করে উল্লেখ করেছেন, পরিত্রাণের জন্য আমরা ব্যবস্থার অধীন নয়, বরং অনুগ্রহের অধীন ।

''আমরা ব্যবস্থার অধীন নই, অনুগ্রহের অধীন, এই জন্য কি পাপ করিব ? তাহা দূরে থাকুক।'' -- রোমীয় ৬:১৫

প্রেম থেকেই আজ্ঞানুবর্তিতার জন্ম হয় । যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তারা অচিরেই তাঁর আজ্ঞাবহ হয়:

''যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে ।'' -- যোহন ১৪:২১

এরিক লিডেল বর্ণনা দিয়েছেন যে, এমন কি ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও, ঈশ্বরের শক্তিতে সংযুক্ত বিশ্বাসীরা সন্তুষ্ট ও আজ্ঞাবহ থাকে। খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর সুমধুর সম্পর্ক তাকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে উজ্জীবিত করে। সেজন্যই তিনি ব্যবস্থার অনুগত্যে জীবন যাপন করতে সক্ষম হন (রোমীয় ৮:১-৪)। ক্রুশারোপিত এবং পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তার সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক এই প্রকার জীবন উৎপন্ন করে।

আপনি কি নিজের আত্মজীবনে এই প্রকার রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন ? আপনাকে ভালবাসার কারণেই যীশু আপনার পাপের জন্য মৃত্যু আস্বাদন করলেন । আপনাকে উপযুক্তভাবে (ইব্রীয় ১৩:২১) গড়ে তুলতে তিনি আপনার দিকে দুহাত বাড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

আবিষ্কার উত্তরপত্র ১৩

সুখ লাভের রহস্য

আবিষ্কার গাইড ১৩ পাঠ করে এই উত্তরপত্রটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করুন ।

উপযুক্ত এবং সঠিক উত্তরের পাশে (X) চিহ্ন দিন

১। বাইবেল হল
____ আপনার আমার মত বাস্তব মানুষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ।
____ জনৈক নিকটবন্ধুর লিখিত পত্রের মতো।

২। দশ আজ্ঞা
____ বাইবেল শিক্ষামালার সারমর্ম।
____ সঠিক জীবনযাত্রার মানদণ্ড।

৩। প্রথম চারটি আজ্ঞা
____ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে।
____ অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যক্ত করে।

৪। যীশু ধনী যুবককে উপদেশ দিয়েছিলেন
____ দশ আজ্ঞা কেবল পুরাতন নিয়মের আমলের লোকেদের জন্য।
____ আজ্ঞা সকল পালন করতে।

৫। যীশুর মতে, আজ্ঞা সকল প্রদত্ত হয়েছিল
____ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
____ সুখী জীবন যাপনে আমাদের সহায়তার জন্য।

৬। নতুন নিয়ম অনুসারে, আজ্ঞা সকল
____ গুরুত্বপূর্ণ
____ অচল

৭। আজ্ঞা সকলের উদ্দেশ্য হল
____ আমাদের পাপ প্রদর্শন করিয়ে সৎকর্মের মাধ্যমে উদ্ধারের চেষ্টা প্রদান।
____ আমাদের পাপ প্রদর্শন করিয়ে ত্রাণকর্তা যীশুর দিকে পরিচালিত করা।

৮। কোন মানুষ পরিত্রাণ পায়
____ খ্রীষ্টের অনুগ্রহে
____ ব্যবস্থা পালন করে

৯। খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাসের মাধ্যমে যে মানুষ পরিত্রাণ পায় সে

____ ব্যবস্থা পালন করতে বাধ্য নয়।

____ খ্রীষ্টকে ভালবেসে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবস্থা পালন করে।

মূল প্রশ্ন : আপনি কি ইচ্ছা করেন যীশু আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লিখে দান ? _____